সংবাদ
তারিখ 09 SEP 2005

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রধান উপদে

জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি

ান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ শের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে াতরের লক্ষ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ ক জাতিকে মুক্ত করতে সমন্বিত প্রচেষ্টার ্যাগ গ্রহণে সবার প্রতি আহ্বান নিয়েছেন। তিনি গতকাল ওসমানী স্মৃতি নায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-০৮ উপলক্ষে দেয়া ভাষণে এ আহ্বান ান। বাসস।

্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের বিপুল গোষ্ঠীকে সৃষ্টিশীল, উৎপাদনমুখী ও দক্ষ সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই।

নুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও ক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে রী এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ম্মদ মোশাররফ হোসেন স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের অন্যান্যের মধ্যে উপদেষ্টারা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, 'ৎ দিনের সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, ও দেশ নাগরিক এবং নেতৃত্ব গড়ে তোলার সর্বস্তরে শিক্ষা তথা জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য যার সামর্থ্য রয়েছে– তা নিয়েই আমাদের আসতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে মানসম্মত শিক্ষা থেকে যাতে কেউ ব পড়ে।'

শিক্ষার প্রথম চাবিকাঠি সাক্ষরতা করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি, কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ খুব জরুরি।

দেশে সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে সন্তোষজনক স্তরে উন্নীত করার ব্যর্থতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি ব

জরুরি : উদ্যোগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সাক্ষরতা অভিযানে আমাদের প্রচেষ্টা ও ঐতিহাস দীর্ঘ হলেও এক্ষেত্রে আমাদের অর্জন তুলনামূলকভাবে কম। তিনি বলেন, দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পরও এক্ষেত্রে আমাদের অর্জন আরো অনেক বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

তবে তিনি বলেন, এর বাইরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এবং প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষক নিয়োগে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য বিরাট।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এখন জরুরিভিত্তিতে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, বর্তমান সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে।

তিনি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দেশব্যাপী ছাত্রদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করছে। সরকার অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে সর্বোত্তম বিনিয়োগ।

তিনি আরও বলেন, 'এ সত্যটি মনে রেখে সরকার জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ২৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।'

এছাড়া ২০১৫ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও প্রাথমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সব সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সমর্থন ও সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়।